দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নাইপলের স্বীকৃতি

অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়

ক্যারিব (Carib) শব্দের অর্থ ভারত - উদ্ভুত ব্যক্তিগণ যাঁরা পূর্বে দক্ষিণ - পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অথবা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশে বসবাসকারী মানুষ। এই সব অঞ্চল দ্বারা ঘেরা আটলান্টিক এর অংশকে বলা হয় ক্যারিবিয়ান সী। ক্যারিবদের ব্যবহৃত ভাষা সমূহ ক্যারিব বা কারিবিয়ান নামে পরিচিত।

এই দেশের সঙ্গে ভারতের পরিচয় ক্রিকেট খেলা নিয়ে। ভারতের সঙ্গে ওয়েষ্ট ইন্ডিজের টেস্ট খেলা হচ্ছে ১৯৪৮-১৯৪৯ সাল থেকে। জে. ডি. গডার্ড, ফ্রাংক ওরেল, গ্যারি সোবার্স, সি. লয়েড, আলভিন কালিচরণ, ম্যালকম মার্শাল, অ্যান্ডি রবার্টস নামগুলো এখনকার প্রায় - বৃদ্ধ ক্রিকেট প্রেমীদের মুখে মুখে ফিরত। এখন আর পুরো 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ' কথাটা বলা হয় না। সংক্ষেপে 'ইন্ডি' বলা হয়। বাংলায় ক্যারিবিয়ান দলও বলা হয়।

এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় খেলা ছেড়ে সাহিত্যের জগৎ আর শুধু সাহিত্যের পরিচিত ক্ষেত্র নয় সাহিত্য নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কথা। আজ থেকে দশ বছর আগে ডেরেক ওয়ালকট এই দেশের সেন্ট লুসিয়ে থেকে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। তারপর ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে পেলেন সাহিত্যে নোবেল-বিজেতাদের তালিকায় উঠে এসেছে। কেউ তাঁর নামে 'নইপাল' শব্দ ব্যবহার করেছেন।

নাইপলের ঠাকুর্দাকে উত্তরপ্রদেশের একটি গ্রাম থেকে ত্রিনিদাদে আবাদী জমিতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমজীবী হিসেবে নিয়ে যাওয়া হয়। নাইপলের বাবা সীপারসদ নাপিল দিনের বেলা স্কুলে পড়ে রাত্রে একটা দোকানের কাজ করতেন। এই স্ব-শিক্ষিত মানুষটি পুত্রের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। সে কারণে তিনি শহরে চলে আসেন এবং সাংবাদিকের কাজ নেন। তাঁকে পরিবারের আটজন সদস্যের দায়িত্বভার নিতে হয়েছিল। তার মধ্যেও তিনি সাহিত্য পাঠ করতেন এবং কয়েকটি ছোট গল্প লিখেছিলেন। খুব কষ্টের মধ্যে নাইপলদের কাটাতে হত। নাইপল তাঁর পিতার নিকট ঋণের কথা পূর্বে কোথাও বলেন নি। ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর পুস্তক 'Between Father and Son : Family Letters' টিতে তাঁর দারিদ্রের কথা, সাংবাদিক হিসেবে তাঁর স্বল্প বেতনের কথা, ছাত্র হিসেবে তাঁর বুদ্ধিমত্তার কথা বলেছেন।

যে ঔপনিবেশিক সরকারের অধীনে তিনি বাস করতেন, তাঁরা স্কুল - উত্তীর্ণ ছাত্রদের ইংল্যান্ডের কলেজে পড়ার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই স্কলারশিপ লাভের জন্য নাইপল অত্যন্ত পরিশ্রম করে অধ্যয়ন করতেন। তখন ইংলন্ড সংস্কৃতির তীর্থক্ষেত্র। নাইপল - এর লেখক - জীবনের শুরুও এই সময় থেকে। পারিবারিক প্রভাবে নাইপল ছেলেবেলা থেকে সাহিত্য সাধনায় বদ্ধপরিকর ছিলেন। উপনিবেশবাদের নানা অবস্থা, নানা রূপকে উদ্‌ঘাটন করার প্রচেষ্টা তাঁর যেমন ছিল, তেমনি ক্ষমতাও ছিল। অনেকের মতে ক্যারিবিয়ানদের সম্বন্ধে উত্তম গ্রন্থগুলি হচ্ছে 'দি মিস্টিক ম্যাসার', 'দি স্যাফ্রিজ অব এলভিটা' এবং অতুলনীয় গ্রন্থ 'আ হাউস ফর মিঃ বিশ্বাস' (১৯৬১)। প্রথম পুস্তকটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রীঃ।

পশ্চিমের জাতিগুলির মধ্যে সংস্কৃতিগত উত্তেজনা যা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উপকেন্দ্রস্বরূপ। সে সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এ কারণে তাঁকে লেখক হিসেবে মহান্ বলে অনেকে মনে করেন।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের লেখা মিঃ বিশ্বাসের বাড়ীতে তিনি ক্ষয়িষ্ণু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পটভূমিকায় ত্রিনিদাদের ঘটনাবলীর মধ্যে এক মানুষ তাঁর পিতার আদলে মানুষ হয়েছিল তাঁর কথা লিখেছেন। নাইপল মনে করেন সে বামভাবাপন্ন আন্দোলনগুলিকে প্রশংসার চোখে দেখেনি। সমাজবাদী আদর্শ নিয়ে সারা পৃথিবীতে সংঘর্ষ ও সমস্যা। সহজে তা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি।

পূর্বপুরুষ ভারতীয় হলেও তিনি জন্মসূত্রে ত্রিনিদাদের মানুষ। আবার বাসসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিক। তাঁর প্রথম লেখার বিষয় ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সমাজ। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁর বই 'অ্যান এরিয়া অব ডার্কনেস' (১৯৬৪) এবং 'ইন্ডিয়া—আ উন্ডেড সিভিলাইজেশন' এবং 'ইন্ডিয়া'। কথাশিল্পী হিসেবে নাইপলের প্রতিভা সংশয়ের অতীত, ভাষা উপর তাঁর দখল নিরংকুশ। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত বইটি নাইপল - এর প্রথম ভারত - ভ্রমণের দিনলিপি। এটি প্রকাশিত হবার পরই তিনি রসিক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অতীতের পটবূমিকায় আধুনিক ভারত তাঁর কাছে কেবল অন্ধকারের দেশ বলে মনে হয়। এই ধরণের অতৃপ্তিকর সমালোচনার সংগে তিনি বর্তমান প্রজন্মকে দেশের ঐতিহ্যের সম্বন্ধে চির - সজাগ থাকতে বলেছেন। ঐতিহ্য সম্বন্ধে তিনি যে ধর্মীয় পরিচয় -এর কথা বলতে চেয়েছেন। অনেকেএ জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় বইটি ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থায় লিখিত। এতে ভারতের আশাভংগ, নৈরাজ্য, দুর্নীতি, বিস্মৃতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন। 'দা মিমিক মেন' প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইংলন্ডীয় অভিজাতদের অনুকরণ—জামাকাপড়, কোট পরায়, গাম্ভীর্যে, আরামপ্রদ জীবনযাত্রায়। কিছুকাল সাহিত্য - রচনার পর তাঁর অনেকগুলি রচনা কেন্দ্র করেছে আফ্রিকায়। এশিয়ার মুসলিম দেশগুলিতে এবং সবার উপরে ভারতবর্ষে। তিনি আফ্রিকার এবং এশিয়ার লেখকদের মত ঔপনিবেশিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রভুত্ব এবং পীড়নকে সাহিত্যের প্রধানতম পণ্য করেন নি। যা নাইপল করেছেন তা হচ্ছে নিজেকে এবং নিজের বংশোৎপত্তির মধ্যে একটা দূরত্বকে বিদ্রূপের (irony) ভঙ্গিতে স্থান দিয়েছেন। এর ফলে তাঁর আত্মপ্রতিফলন এবং আত্ম - আবিষ্কার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি তৃতীয় বইটিতে এক সদ্যোত্থিত জাতীয়তাবাদের সন্ধান পেয়েছেন। 'এই জাত্যভিমানের উৎস সঙ্ঘ পরিবারের উগ্র হিন্দুয়ানার ফলে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের হোতাদের ক্ষমা করতে পেয়েছেন। নাইপাল কখনও কখনও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সমন্বয় পথ থেড়ে মতবিরোধ ডেকে আনেন। বেশ কয়েক বছর পূর্বে বাবরি মসজিদকে চূর্ণ করে মন্দির নির্মাণ করার প্রকল্পকে ইতিহাসের পুনর্গঠনের সঙ্কল্প বলে মন্তব্য করেন।

এইভাবেই তিনি ই. এম. ফরেষ্টার এবং জে. এম. কীনস কে কটু মন্তব্য করতে ছাড়েন নি। গত বছর অগষ্ট মাসে তিনি এই দুই ব্যক্তিকে সমকামীদের শ্রেমীভুক্ত করে এবং যৌন চেতনা পরিতৃপ্ত করতে চেয়েছিলেন বলার সাহস দেখিয়েছেন। ফরেস্টার নাকি ভারতে এসেছিলেন উদ্যান-বালকদের (Garden boys) নিয়ে তাঁর ইচ্ছা চরিতার্থ করতে। কীনস কেম্ব্রিজে তাঁর ছাত্রদের নিয়ে তাঁর কামনা পরিতৃপ্ত করেন। এর কারণস্বরূপ স্মিত সভ্যতার মোড়কে ঢাকা অনুভবহীন মানুষকে তিনি তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করতে ভালবাসতেন। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বুকার পুরস্কার পান।

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'অ বেন্ড ইন দি রিভার' বইয়ে বহিরাগত বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা রয়েছে।, এর একটি চরিত্র ঔপনিবেশিক ক্রোধের দ্বারা প্রভাবিত।

আশি এবং নব্বই দশকে নাইপাল ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় দুটি বই লেখেন— 'অ্যামং দা বিলিভার্স' (১৯৮১) এবং 'রিয়ন্ড বিলিফ'

(১৯৯৮)। দুটি বইয়েরই উপজীব্য আরব দুনিয়ার বাইরের চারটি ইসলামধর্মাবলম্বী দেশ— ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়া। নাইপলের মতে এই চারটি দেশের মুসলমানেরা আবার সাম্রাব্যবাদের শিকার। 'The country of Islamic fundamentalism to that it allows to only one people-The Arabs, the Original people of the prophet -a hast, and sacred places, pilgrimages and each represens. অন্যত্র তিনি দাবি করেছেন Everyone not arab, who is a Muslim is a convert অর্থাৎ আরব ব্যতীত বিচ্ছিন্ন। In the Islam of converted countries, these is an element of neurosis (স্নায়বিক পীড়া) এবং nihilism (সব কিছুতে অবিশ্বাস)। এই বিচিত্র তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে 'বিয়ন্ড রিফিল' এর বক্তব্য। অনেকের মধ্যে এড়ওয়ার্ড সাইদ এর প্রশ্ন নাইপলের লেখার যুক্তি অনুসারে কেবলমাত্র রোমের নগরবাসীরাই আগমার্কা রোমান ক্যাথলিক বাকিরা প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মালম্বী নয়। স্তাবকতা বা চাটুকার বৃত্তির অপবাদ নাইপলকে দেওয়া অসম্ভব। বরং তিনি সাম্প্রতিক কালে নব্য লেবারের ব্রিটেনকে ধ্বস্ত করেছেন যেমন করতেন নীরদ সি. চৌধুরী এবং পরবর্তীকালে করেছেন সলমন রুশদি। আফ্রিকা মহাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নাইপলের চূড়ান্ত অবজ্ঞা অনেকের জানা। তাঁর কাছে যা সত্য মনে হয়েছে— তা অপ্রিয় হলেও প্রচারে নাইপল আপোষহীন। দীর্ঘ দিনের বন্ধু পল থরের জবানিতে আমরা জানতে পারি যে সাহিত্য সম্বন্ধে নাইপলের প্রধান সম্মতি ছিল 'সত্য কথা বল' (Tell the truth)

উত্তর - উপনিবেশ বা পোস্ট - কলোনিয়ান সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ উৎস বা শিকড় - সন্ধান এবং ইংরেজি ভাষায় নাইপল এই ধরণের লেখার পথিকৃৎদের মধ্যে অন্যতম। তিনি পরিত্রাণ খোঁজেন জীবন নামক কমেডিতে বা কখনও স্মরণ করান ডিকেন্সকে বা ফ্রয়েডকে।

তিনি যখন ষাটের দশকে লিখেছেন এবং নাম করেছেন, তখন বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ক্যারিবিয়ান সাহিত্যিক লিখতে শুরু করেছেন। যাঁদের মধ্যে উইলসন হ্যারিস, জর্জ ল্যামিং, বি.এল. আর. জেমস উল্লেখযোগ্য। নাইপলের লেখার বিষয়বস্তু ইংলন্ড, আফ্রিকা, ভারত, আমেরিকা এবং অবশেষে মুসলমান এশিয়া। সংগে সংগে উপন্যাসের প্রতি বিশ্বস্ততা কমেছে। 'In writing the heighest form in not fiction that has been done...these are other ways now of dealing with experience of emotion. এ কারণে তাঁর উত্তর - পর্যায়ের উপন্যাসের ফর্ম (যেমন দ্য এনিসমা অব অ্যারাইভাল বা আ ওয়ে ইন দি ওয়ার্ল্ড) অনেকটা ভিন্ন। এতে আছে ভ্রমণ বৃত্তান্ত, রিপোর্টাজম, দিনলিপি প্রভৃতি, উনসত্তর বছর বয়সে নাইপলের লেখনীর ধার এতটুকু কমেনি। গত বছর তাঁর উপন্যাস 'হাফ এ লাইফ' বের হয়েছে। এর মূল চরিত্র উইলি সমারসেটের সংগে অর্বাচীন নাইপলের আশ্চর্য মিল আছে।

একটা আহত সভ্যতার (Wounded civilization) মধ্যে বাস করে তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর পুনঃ পুনঃ খিটখিটে মেজাজের জন্য। খুশবন্ত সিং, যার সঙ্গে নাইপলের সখ্য ছিল তিনিও তা অনুমোদন করেছেন। তিনি বলেছেন তাঁর সম্বন্ধে— 'এক ছিটগ্রস্ত এবং সুন্দর ব্যক্তিত্ব'। (A crackpot but a charming one)। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর নাইপল সম্বন্ধে খুশবন্ত সিং বলেছেন, 'আমি অত্যন্ত খুশী'। তাঁর সংগে আমার বন্ধুত্ব প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বছরের। ভারত যে প্রথম শ্রেণীর লেখক সৃষ্টি করতে পারে তার যথার্থতা প্রতিপাদন করে। (It's a vindication that India produces first rate writers)।

গত বছর -এর প্রথম দিকে মিঃ টনি ব্লেয়ারের কর্মপ্রণালী দেখে তাঁকে একজন জলদস্যু (Pirate) বলেছিলেন কেননা তাঁর সামাজিক বিপ্লব (Socialist revolution) নিয়ে গেছে একটা আগ্রাসনী বৈশিষ্ট্যহীন সংস্কৃতির (agressive ilebian culture) দিকে। যুদ্ধের পর শ্রমজীবী সম্প্রদায়কে অনুদান দিয়ে অক্সফোর্ডে পাঠানর উদ্দেশ্য পাঠের জন্য। এই প্রস্তাবকে তিনি খারিজ করে দিয়েছেন। আর এগুলিকে আবর্জনা (dross) বলে চিহ্নিত করেছেন।

নাইপল বলেছেন 'এই পুরস্কার হচ্ছে' এক ইংলন্ড আমার বাসভূমির প্রতি এবং ভারতবর্ষ যা আমার পিতৃপুরুষের বাসভূমি তার প্রতি সপ্রশংস সমর্থন জ্ঞাপন। ('It's a tribute to england, my home and India, the home of my ancestors). এই দুটি দেশ যারা তাঁকে শ্বাসরোধকারী ঐতিহাসিক প্রসংগ থেকে মুক্ত করেছে এবং অপরপক্ষে বৃহত্তর ইতিহাসের মধ্যে ব্যক্তিগত পরিচয়কে পুনঃ কেন্দ্রীভূত করেছে। এ বিবৃতিটি একটি সমন্বয় সাধন করেছে তাঁর 'আ মিলিয়ন মিউটিনিস নাউ' (১৯৯০) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে এ দেশের প্রভূত জাতিগঠনের প্রচেষ্টার সংগে ভারতের তথা তাঁর পূর্বপুরুষের বাসভূমির সমন্বয়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছেন।

অবশ্য তাঁকে ভারতীয় লেখক বলে হৈ চৈ করার খুব কিছু নেই বলেছেন শোভা দে। এই পুরস্কার যেন বহু পরিশ্রমের ম্যারাথন দৌড়ের পর পাওয়া। ইংরেজি এখন বিশ্বায়িত পৃথিবীর ভাষা। সভ্যতার ইতিহাসে বর্তমানের ইংরেজি ভাষার যে চলা নিঃসন্দেহে লক্ষণীয়। তাঁর নাগরিকত্ব ও বাসস্থান পশ্চিমী। এই আন্তর্জাতিক ইংরেজিই বহির্জগতের শুধু নয়, আন্তর্জগতে মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত করেছে।

কেউ কেউ বলেছেন, 'The Nobel Committee is so riddled with politics,' কোন নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর জন্য বিশেষ ব্যক্তির সুপারিশ প্রয়োজন। একজন চীনা লেখক গাও জিংজিয়ান তাঁর লেখা 'Soul Mountain' এর জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ফ্রান্স বাসী। গাও জিংজিয়ানের সঙ্গে ইউরোপের অনেক প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তির পরিচয় ছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত। আবার অনেকে মন্তব্য করেছেন কম্যুনিজম বিরোধীরাই অনেক সময় মনোনীত হন।

সর্বশেষে বলি, একথাও অনেকে বলেছেন যে নোবেল কমিটির কেউ যদি বাংলা সাহিত্য পড়তে জানতেন তাহলে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী বা জীবনানন্দ দাশ নোবেল পুরস্কার পেতেন।

তথ্যসূত্র ঃ (১) 'দি সানডে স্টেটসম্যান—ল্যিটারার' ৪ঠা নভেম্বর ২০০১
(২) নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর দু দিনটি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়।